সংবাদ
11 JUL 2008

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেদখল হওয়া জমি দ্রুত উদ্ধারের ব্যবস্থা নিন

ৃহস্পতিবারের পত্রিকায় ছবিসহ বুড়িগঙ্গাকে আবার নতুন করে দখলের এবং ঢাকা শহরের খালগুলো হ
াওয়ার খবরের পাশাপাশি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ হাজার ৩৪০ একর জমি বেদখল হওয়ার একটি
প্রকাশিত হয়েছে। এই বেদখল হওয়ার পেছনে রয়েছে দূর-অতীত থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত সরকারগু
ভুল সিদ্ধান্ত, অদক্ষ প্রশাসনিক কার্যক্রম এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অযোগ্যতা।

১৯২১ সালে ৬০০ একর জমির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয় এই শিক্ষায়তনটি। রাজধানীর বাইরে স্থানা
রকারি পরিকল্পনা থাকায় ১৯৬০ সালে সরকার তখনকার টঙ্গির ফৈজাবাদ পুরাকর ও দক্ষিণখানে ১ হ
একর জমি অধিগ্রহণ করে এবং তখনকার ৩২ লাখ টাকা মূল্যের ২০ লাখ টাকা পরিশোধ ক
বিশ্ববিদ্যালয়ের জমির পরিমাণ দাঁড়ায় ১ হাজার ৬০০ একর। বর্তমানে টঙ্গীর আশপাশের সেই জমিগু
কান খোঁজখবর নেই। এস্টেট অফিস সূত্র বলছে, শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাবেই নয়, সরকারি হিসাবেও
কান আলামত নেই। আমাদের প্রশ্ন– এই ১ হাজার একর জমি কোথায় গেল? ১৯৬০ সালের ২০ লাখ ট
জমির মূল্য এখন কত এবং সরকার কি সেই জমি উদ্ধার করে বিশ্ববিদ্যালয়কে ফিরিয়ে দেবে? শুধু শ
াইরের জমিই নয়, শহরের ভেতরেও বিশ্ববিদ্যালয়ের জমি নিয়ে হয়েছে নানা তেলেসমাতি। দ্বিতীয় বিশ্ব
ময় বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন মূল ভবনের দুই-তৃতীয়াংশ অধিগ্রহণ করে সামরিক হাসপাতাল স্থাপন
য়, যা বর্তমানে ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল। এছাড়া সরকারি সিদ্ধান্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের জমি
রে হয়েছে হাইকোর্ট। রেলওয়ের জন্য বাড়ি, মিন্টু রোড ও হেয়ার রোডের বাড়িগুলো দখল করে হ
ন্ত্রী ও আমলাদের বাসভবন, জাতীয় জাদুঘর ইত্যাদি। এছাড়া গ্রিন রোডে অবস্থিত ১৮ বিঘার ১২ বিঘা
এবং কাঁটাবনের ২০ বিঘা জমির ওপর গড়ে উঠেছে বস্তি ও কাঁটাবন মসজিদ কমপ্লেক্স। এছাড়া বুয়েট, অ
াদ্রাসা, বদরুন্নেসা কলেজ, আণবিক শক্তি কমিশনসহ আরও নানা প্রতিষ্ঠান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জমি দ
িয়ে আর ফেরত দেয়নি। এই নিয়ে ব্রিটিশ, পাকিস্তান আমল থেকে শুরু করে স্বাধীনতার পরও অনেক
আবেদন-নিবেদন করেও সরকারি অবহেলায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তার জমি ফেরত পায়নি।

সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ক্যাম্পাস তৈরির জন্য পূর্বাচল এলাকায় জমি অধিগ্রহণের ক
িয়েছে। সেটা খুবই ভাল কথা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো একটি বিশাল প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি দ্বি
্যাম্পাসের দরকারও আছে বলে আমরা মনে করি। কিন্তু একই সঙ্গে ঢাকার ভেতরে এবং টঙ্গী এলাক
াজার একর জমির বিষয়েও সরকারকে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হবে বলে আমরা মনে করি।
িশ্ববিদ্যালয়ের জমি বলেই এই জমি উদ্ধার করার কোন গরজ যেন সরকারের নেই এমন একটা ভাব অ
তীতের সরকারগুলো থেকে শুরু করে বর্তমান সরকার পর্যন্ত লক্ষ্য করে এসেছি।

আমরা আশা করব, বর্তমান সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জমি উদ্ধারে অতীতের দেয়া সব প্রতি
নুযায়ী কাজ করবে। এমনিতেই খুবই গাদাগাদি করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা তাদের লেখাপড়া চা
াচ্ছে। শুধু ক্লাসরুমেই গাদাগাদি নয়, হলের বসবাসেও একই অবস্থা। ছাত্রছাত্রীদের আবাসনের জন্য
স নেই। আমরা মনে করি যত দ্রুত সম্ভব হারানো জমি উদ্ধার করা দরকার এবং ছাত্রছাত্রীদের ও সেই
িক্ষক-কর্মচারীদের জন্য প্রয়োজনীয় পড়ার এবং থাকার ঘরবাড়ি নির্মাণ করা জরুরি। একই সঙ্গে বুড়ি
খলের নতুন প্রয়াসটাকেও যেমন ঠেকানো দরকার, তেমনি ঢাকা শহরের বেদখল হয়ে থাকা খালগুলোও
দ্ধারের প্রয়োজনীয়তার কথা আমরা সরকারকে মনে করিয়ে দিতে চাই। আশা করি সরকার এই সং
াজ দ্রুত নিষ্পন্ন করে জনস্বার্থকে সমুন্নত করে তুলবে।